প্রেমের জগতে একটা অলীক বিশ্বাস তৈরি করার খেলা চলছে

টিক্কা আলমের চরিত্রে

গৌতম হালদার

'মুম্বাই নাইট্‌স' উইলিয়াম শেকস্‌পিয়রের 'টুয়েলফথ নাইট' অবলম্বনে একটি adaptation বলা যেতে পারে। এই adaptation করেছেন শ্রীদেবাশিস রায় এবং পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছেন শ্রীব্রাত্য বসু। আমি যখন এই নাটকটির স্ক্রিপ্টটা পাই, পেয়ে আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল স্ক্রিপ্টটা এমন করে লেখা যে এর ভেতরে এত বেশি visual, music এবং নানারকম ছবি এবং কোলাজের ব্যবহার আছে যেটা শুধুমাত্র স্ক্রিপ্ট পড়ে বোঝা সম্ভব নয়। আর আমাকে প্রথম এই প্রস্তাবটা দিলেন শ্রীব্রাত্য বসু ফোন করে এরকম একটা চরিত্র আছে। তবে একই সঙ্গে দুটো চরিত্রের কথা প্রথমে বলেছিলেন—একটা হল টিক্কা আলম আর একটি হল আলিশান কুলকার্নি এবং আরো নানা চরিত্রের মধ্যে প্রধান চরিত্র হল নারী চরিত্রগুলো। তবে পুরুষ চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রধান চরিত্র আলিশানজী, আর টিক্কা আলম হল 'মুম্বাই নাইটস্'-এর প্রধান নারী চরিত্রের বডিগার্ড বা বাউন্সার বলা যেতে পারে। খুব interestingly, প্রথম রিহার্সালটা যখন হল তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম ব্রাত্যকে যে কোনটা আমি করব? বলল যে তোমার যেটা ইচ্ছে। কিন্তু আমি বললাম ডিরেক্টর যখন তুমি, তখন তুমিই বলো। তখন বলল দুটোই ট্রাই করো। তারপর পরপর দুটো রিহার্সালে দুটো চরিত্রই

রিহার্সালে দুটো চরিত্রই করেছিলাম। ডায়লগ বাদ দিয়ে দেখতে গেলে টিক্কা আলম চরিত্রটারও একটা প্রধান জায়গা আছে। আমার দুটো চরিত্র করতেই খুব ভালো লেগেছিল। প্রথমে মনে করেছিলাম যে আলিশানজীর চরিত্রটাই করব। কিন্তু তারপর দুটো তিনটে রিহার্সালের পর ব্রাত্যকে জিজ্ঞেস করতে বলল টিক্কা আলম করতে। আমি বললাম যে, তাই করব। এইভাবেই কোন চরিত্রটা করব সেটা ঠিক হল।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা হল যে, প্রথম দিন বিভিন্ন চরিত্র যখন তাদের সংলাপগুলো বলছেন তখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে পুরো নাটকটাই একটা কমেডির আদলে করা। কমেডির ভেতরে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ থাকলেও আসলে নাটকটা কমেডি। সেটা করতে গিয়ে দেখলাম প্রত্যেকটা চরিত্র তার এমন এমন জায়গা পাচ্ছে যেখান থেকে পুরো নাটকটা একটা তুমুল হাস্যরস নিয়ে আসতে পারে এটাই ছিল প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা। এবার টিক্কা আলম চরিত্রটা নিয়ে যখন কাজ করতে শুরু করলাম তখন সে দেখতে কীরকম, সে কীভাবে কথা বলে এগুলি নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। দেখলাম টিক্কা আলম এমন একটা চরিত্র যেটি অন্য চরিত্র যেগুলো আছে অর্থাৎ যেগুলো খল-চালাকি করে, শয়তানি করে, টিক্কা আলম সেরকম কিছু করে না। সে এক অর্থে সরল আবার অন্য ভাষায় খানিকটা নির্বোধও বটে। আবার একটা সততা আছে তার মালকিন উষ্ণতার প্রতি। তাকে সারাক্ষণ টিক্কা আলম আগলে রাখে এবং সে তার কাজটাকে ধর্মের মতো মনে করে এবং এই আগলে রাখতে গিয়ে সে উষ্ণতাকে নিজের মনের মানুষ মনে করে, সম্পত্তি বলে ভাবে। বেতনভুক চাকর হলেও সে ভাবতে শুরু করে যে, উষ্ণতা ওকে প্রেমিকের মতো ভালোবাসে এবং প্রেম করে। এটি কল্পনা করার সাথে সাথে এখানে আরো অন্য যে সব চরিত্র আছে তারা টিক্কা আলমকে এই ভেবে উস্কাতে থাকে যে হয়তো উষ্ণতা নিজেই প্রেম নিবেদন করছে টিক্কা আলমের কাছে। এতে টিক্কা আলমের মাথা ঘুরে যায়। এখানে করতে গিয়ে যেটা মনে হল, একজন সরল সাদাসিধে মানুষ যখন তার মালকিনের প্রেমে পড়ে তখন তার বোধবুদ্ধি একেবারেই থাকে না। এই অনুভবটাই আমার ভেতরে ভেতরে খুব কাজ করতে থাকে এবং সেটাই আমার চরিত্রটাকে তৈরি করার প্রধান একটা জায়গা। টিক্কা আলম পাগলের মতো বিশ্বাস করতে থাকে যে তার মালকিন তাকে ভালোবাসে। তার জন্য তার মাথা খারাপ হয়ে যায় এবং সব প্রেমের যা ধর্ম কোনো কিছু সে আর সাদাচোখে দেখতে পায় না। সবকিছুই মনের মাধুরী মিশিয়ে দেখতে চায়। তবে শেষ অবধি তার কাছে সত্যিটা আসে। তখন তার অভিমানও হয়। অভিমান হলেও সে বুঝতে পারে যে এ রাস্তাটা আমার নয়। এভাবে নাটকটা শেষ হয় যেখানে প্রত্যেকের হ্যাপি এন্ডিং।

এখানে নির্দেশক ব্রাত্য বসুর সাথে কাজ করার কথা বলতে গেলে বলতে হয় শুরু থেকে যেভাবে দৃশ্যগুলোকে বিন্যাস করা হচ্ছে, চরিত্রগুলোকে যেভাবে দেখান হচ্ছে সেখানে প্রত্যেকটা লাইনের ভেতরে ভেতরে যেন কমেন্ট করে যাচ্ছে। কমেন্ট হল, তোমরা চোখে যেটা দেখছ সেটা কিন্তু আসল নয় তার ভেতরে অন্য কোনো কথা আছে। এটা পুরো প্রোডাকশনটার ভেতরে বারে বারে আসে। বারে বারে মানে প্রত্যেক মুহূর্তে, প্রত্যেক দৃশ্যে আসে, যে চোখে যেটা দেখছি তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করার নয় তার ভেতর আরও ভাবনার কিছু আছে। এর মধ্যে আমাদের সময়ের কথা বলা হয়, সময়ের বিভিন্ন প্রবণতার কথা বলা হয়। তার লোভ, হিংসা, প্রেমের কথা, প্রেমে ঠকে যাওয়ার কথা বলা হয়। আর সবচেয়ে বড় কথা হল পুরো প্রেমের জগতে একটা অলীক বিশ্বাস তৈরি করার খেলা চলছে আমাদের জীবনে, সমাজে, সম্পর্কগুলোর মধ্যে। এই নাটকটাতে সেইগুলো মিউজিক, লাইট, সেট-এর মাধ্যমে প্রত্যেকটা মুহূর্তে বলে দিয়েছেন ব্রাত্য। আর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার ভেতরে কাজ করেছে সেটা হল মিউজিকের ব্যবহার। যেখানে তথাকথিত হিন্দি গানগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। খুব জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমার গানকে ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো আসছে সম্পূর্ণ অন্য মানে নিয়ে অর্থাৎ সেই হিন্দি সিনেমাটা দেখলে তার সম্পর্কে যে মানে দাঁড়ায় কিন্তু আমরা যখন অভিনয় করছি তখন সেই মানেগুলো সম্পূর্ণ পাল্টে যাচ্ছে। অনেক সময় বিপরীত মানে হচ্ছে এবং অনেক মন্তব্য থেকে যাচ্ছে সেই মিউজিকগুলোর ভেতরে।

পুরো নাটকের সেটও তেমনি অত্যন্ত রঙচঙে। এতটাই রং-চং-এ যে অনেক সময় দেখে মনে হয় সেটা যেন তাসের ঘরের মতো; যে কোনো মুহূর্তেই এই স্বপ্নের রাজ্যটা ভেঙে পড়তে পারে, বা পড়বে পড়বে। এইভাবে নাটকটা চলতে থাকে। পুরো নাটকটাই স্বপ্নের বুনন, যে স্বপ্ন অনেক সময় মিথ্যে

স্বপ্ন। এই মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়ে দর্শককে শেষ অবধি একটা কথাই বলা হয় যে চরিত্রগুলো কীভাবে মিথ্যে স্বপ্নগুলো দেখছে আপনারা দেখুন। সত্যি স্বপ্নটা দেখতে শিখুন, জানতে শিখুন—এটাই হল নাটকে অভিনয় করে, নাটকটার সাথে থেকে আমার অভিজ্ঞতা।

আমার প্রস্তুতি সম্পর্কে বেশ কিছু কথা বলেছি আর যেন মনে হচ্ছিল যে লোকটাকে দেখতে কেমন হবে? হাঁটবে কেমন করে? নাকের নিচে কি একটা বেশ বড় গোঁফ থাকবে? মাথার চুল, পোশাক কেমন হবে? আমি এটুকু বলতে পারি সম্পূর্ণ মেকআপ নিয়ে যখন আমি আয়নার সামনে দাঁড়াই তখন আমি নিজেকে দেখে নিজেই চিনতে পারি না। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই এই চরিত্রটার হাঁটাচলা কথাবার্তার ধরন—এটা প্রস্তুতি হিসাবে আমার কাছে একটা নতুন ধরন। তার কারণ হচ্ছে চরিত্রটি সারাক্ষণ অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে যেন কাজকর্ম করছে কিন্তু সেই দাপটের ভেতরে কোথাও যেন তার ছেলেমানুষি লুকিয়ে আছে। তার বালখিল্যতা লুকিয়ে আছে। সেটা তার সংলাপের উচ্চারণে, ভাবে, ভঙ্গিতে, হাঁটাচলায় এবং ছোট ছোট বিজনেস অ্যাকশান-এ করার চেষ্টা করেছি। এইটাই ছিল আমার প্রস্তুতি এবং এটা করতে গিয়ে রেপার্টরির নতুন এক ঝাঁক ছেলেমেয়ের সাথে কাজ করেছি। তাদের এনার্জি, তাদের উত্তাপটা নিজের করে নেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং আমার উত্তাপটা তাদের মধ্যে বিলোবার চেষ্টা করেছি। কাজেই সবটাই একটা দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে ঘটেছে। এক অর্থে এরা অনেকেই আমার থেকে অনেক কম বয়সের। এদের সাথে অভিনয় করতে গেলে যে স্বভাব, যে শৈশব, যে তারুণ্য, যে স্বপ্ন দেখার ইচ্ছে মনের ভেতরে সারাক্ষণ জাগিয়ে রাখতে হয় তা রাখার চেষ্টা করেছি। অভিনয়ের সময় এইটা জাগিয়ে রাখা আমার একটা কাজ। এই কাজটা করতে গিয়ে আমি বারবার শৈশবের, তারুণ্যের গন্ধ পাই। সেইটা আমার কাছে একটা বড় প্রাপ্তি। এই নাটকে মিউজিক ব্যবহার হয়েছে একদিকে রেকর্ডেড, একদিকে লাইভ। অসম্ভব ভালো একটি মিউজিক্যাল পারফরমেন্স, কারণ একেবারে তালে তাল মিলিয়ে চলেছে। একদিকে অত্যন্ত চেনা পরিচিত হিন্দি সিনেমার গানগুলো বাজছে প্রোডাকশনে। সেই সময় মঞ্চেও তার পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাবান (শুভদীপ গুহ) যে কাজটা করছে ওই রেকর্ডেড গানের complementary হিসাবে তার impact রেকর্ডেড গানের থেকেও বেশি। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। যদিও মাইক্রোফোনে আসছে লাইভ ও রেকর্ডেড মিউজিক দুটোই একই সাথে যেন কমপিটিশন করছে এবং একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠছে। এটা একটি অদ্ভুত মিউজিক্যাল experience যেটা এই নাটককে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রভূত সাহায্য করেছে। এবং তার সাথে সাথে অসামান্য কোরিওগ্রাফি করেছে সঞ্জয়, তার সাথে দেবাশিস এবং অবশ্যই নির্দেশক ব্রাত্য বসু। প্রত্যেকটা কোরিওগ্রাফি বার বার অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে সকাল থেকে রাত অবধি দেখেছে, পাল্টেছে আবার নতুন ধরনের মুভমেন্ট ডিমান্ড করেছে। এবং রেপার্টরির তরুণ ছেলেমেয়েরা অমানুষিক পরিশ্রম করে দিনে প্রায় বারো থেকে চোদ্দ ঘণ্টা রিহার্সাল করে এই নাটকটিকে দাঁড় করিয়েছে যেটা এই সময়ের আমার কাছে এক দুর্লভ প্রাপ্তি।

এটা সত্যি যে, এটা বার বার স্বীকার না করলে মনে হয় যেন কোথায় একটা ফাঁক থেকে যাবে। এত বড় একটা প্রোডাকশন হতে পারল কীসের জোরে, কোন পরিশ্রমের জোরে? নির্দেশক থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অভিনেতার অসামান্য পরিশ্রম ছাড়া এটা হতেই পারত না। অবশ্যই তার সাথে ছিল সেট, মেক-আপ, লাইট, মিউজিক প্রত্যেকটি ক্ষেত্র। এই নাটকের সেট করেছে পৃথ্বীশ রাণা এবং সেটে যেভাবে মুম্বাই সিটিকে ফাইবার থেকে শুরু করে নানা ধরনের মেটেরিয়ালে ব্যবহার করেছে তা দেখার মতো। যেমন হিন্দি সিনেমায় অনেক সময় হয় ওপর থেকে ঝুড়ি নেমে আসছে আবার উঠে যাচ্ছে। ডান্স ফ্লোর থেকে শুরু করে, বার থেকে শুরু করে, রাস্তা থেকে শুরু করে, প্রাসাদসম বাড়ি থেকে শুরু করে যেভাবে একটা জায়গায় ঘটছে কোনো সেট না পাল্টে সেটা একটা অভিনব প্রয়াস। এবং এটা অত্যন্ত successfull হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। সেটা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আজ অবধি যতগুলো অভিনয় হয়েছে তার মধ্যে। মানুষ হৈ হৈ করছে দেখার পরে, দেখার সময়। দেখার বহুদিন পরেও এই নাটক নিয়ে বলাবলি করছে সেটা একটা বড় প্রাপ্তি। বিভিন্ন লেভেল ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন মির্নাভাতে প্রধানত এটা করা হয়। মিনার্ভার পুরো হলটাকেই অন্যভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। হলের পুরো পেছন দিক ক্যাসুওয়ালি ব্যবহার করা

হয়েছে। অ্যাক্টিং স্পেস তৈরি করা হয়েছে। স্টেজের বাইরে সিঁড়ি থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ স্টেজ সারাক্ষণ নানাভাবে ব্যবহার হচ্ছে—এটাই প্রাপ্তি। আমার মনে হয় উপসংহারে এই কথাটাই বলব, এইরকম নাটক যদি ব্রাত্য বসু অন্যভাবে করে, অবশ্যই এই ধরনের নয়, নতুন প্রয়াস নিয়ে তিনি যা লিখছেন যা থিয়েটারের কাছে খুব বড় একটা পাওনা এই সময়ে। তার আর একটি নাটকে আমি অভিনয় করছি 'ইলা গুঁড়েষা'। অসম্ভব মৌলিক একটি নাটক যেটি আমার মনে হয় এই সময় বাংলা থিয়েটারের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ নাটক। যদিও পরিচালনা করেছে দেবাশিস রায় যে অন্যভাবে 'মুম্বাই নাইটস্'-এও যুক্ত আছে। তাকে ধন্যবাদ। অবশ্যই 'মুম্বাই নাইটস্'-কে ধন্যবাদ। ব্রাত্য বসুকে ধন্যবাদ। পৃথ্বীশ, সঞ্জয়, দিশারী সম্পূর্ণ রেকর্ডেড মিউজিকটা ওখানে থেকে সাজিয়েছেন, তৈরি করেছেন। দীনেশদা অসামান্য আলো করেছেন—স্বপ্নের মতো। ওপরের বাবল্‌স্ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রং-এর সমাহার অসাধারণভাবে নিয়ে এসেছেন। এছাড়াও যে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আমার সাথে অভিনয় করেছেন তাদের প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি কৃতজ্ঞ এমন একটা অসামান্য নাটকের সাথে যুক্ত হতে পেরে।